গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
২৩-২৪ কারওয়ান বাজার ঢাকা -১২১৫
www.dife.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪০.০১.০০০০.১০১.৩১.৬০৮.১৭-৪৮

তারিখ ০৪/০৩/২০১৮ খ্রিঃ

আদেশ

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মচারী জনাব মো. ইউনুছ ব্যাপারী, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, বরিশালে (বর্তমানে ০১/২০১৪ নং বিভাগীয় মামলায় সাজাপ্রাপ্ত অফিস সহায়ক) কর্মরত থাকা অবস্থায় গত ১০/০৩/২০১৬ তারিখ হতে ২৮/০৫/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত উপমহাপরিদর্শক-কে অবহিত না করে অননুমোদিতভাবে ৬৬ দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় উপমহাপরিদর্শক , উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় , বরিশাল কর্তৃক ২৫/০৫/২০১৬ তারিখের পত্র নং-ব্যঃগঃনঃ/০১/উঃমঃপরিঃ/৪৪৩ এর মাধ্যমে তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়। তিনি গত ২৯/০৫/২০১৬ তারিখে কর্মস্থলে যোগদান করেন এবং কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন। তিনি যোগদানের পর পুনরায় ০৯/০৬/২০১৬ হতে ১৩/০৬/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ০৫ দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে ১৬ দিন কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিতির জন্য গত ১৫/১১/২০১৫ তারিখে তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হলেও তিনি কোন জবাব প্রদান করেননি। পরবর্তীকালে তাঁর ব্যাক্তিগত নথি পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, কারণ দর্শানোর নোটিশ এবং সময়ে সময়ে আবেদনকৃত ছুটির দরখাস্ত গায়েব করে নোটসিটের কিছু অংশ পরিবর্তন করা হয়েছে। এছাড়া তিনি ইচ্ছামত কর্মস্থলে আগমন ও প্রস্থান করেন এবং দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে অসৌজন্যমূলক ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেন। এ সকল অভিযোগে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) মোতাবেক অসদাচরণের দায়ে ০৮/১২/২০১৬ তারিখের স্মারক নং-সঃ৩নি/১৯/৪০/১০১৬ এর মাধ্যমে ০৯/২০১৬ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়।

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মচারী জনাব মো. ইউনুছ ব্যাপারী-কে ০৮/১২/২০১৬ তারিখে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে অভিযোগনামার জবাব দাখিলসহ ব্যক্তিগত শুনানি প্রদান করতে ইচ্ছুক কী না জানতে চাওয়া হয়। ২৬/০১/২০১৭ তারিখে তিনি লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন। জবাবে তার বিরুদ্ধে আনিত ১০/০৩/২০১৬ তারিখ হতে ২৮/০৫/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ৬৬ দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিতির অভিযোগের বিষয়ে বলেন যে, " উক্ত তারিখের মধ্যে ১০/০৩/২০১৬ তারিখ বৃহস্পতিবার হঠাৎ মাথা ব্যথা হওয়ায় অফিসে আসতে পারি নাই(১ দিন) এবং ১৬/০৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ অফিসে আসতে একটু দেরি হওয়ায় হাজিরা খাতায় হাজিরা প্রদান করতে পারি নাই(১ দিন)। ২৭/০৩/২০১৬ খ্রিঃ হতে ০৯/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অফিসে অনুপস্থিতির কারণ ২৬/০৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ গ্রামের বাড়ি চাঁদপুর হতে মুঠোফোনে জানতে পারি আমার ৮০ বছরের বৃদ্ধা মা অসুস্থ্য। মায়ের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে গ্রামের বাড়ি যাওয়ার কারণে অফিসে উপস্থিত হতে পারি নাই (১৩ দিন)। ১০/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ কর্মস্থলে যোগদান করি। ১৬/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ মুঠোফোনে জানতে পারি আমার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী অসুস্থ্য। তাঁর চিকিৎসার উদ্দেশ্যে গ্রামের বাড়ি যাই এবং ১৭/০৪/২০১৬ খ্রিঃ হতে ২৯/০৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অফিসে উপস্থিত হতে পারি নাই(৪৩ দিন)। ৩০/০৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ যথারীতি অফিসে উপস্থিত হয়ে অফিসের কাজকর্মে মনোনিবেশ করি।" ০৯/০৬/২০১৬ তারিখ হতে ১৩/০৬/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ৫ দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিতির বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেন যে, "০৯/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ মৌখিক ছুটি নিয়ে গ্রামের বাড়ি যাই এবং ১২/০৬/২০১৬ ও ১৩/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থাকায় চাঁদপুরস্থ লঞ্চঘাটে কোন লঞ্চ ঐদিন ছেড়ে যায়নি বিধায় আমি উল্লিখিত দিনে অফিসে উপস্থিত হতে পারি নাই।" বিভিন্ন সময়ে ১৬ দিন কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিতির জন্য গত ১৫/১১/২০১৫ তারিখে তাঁকে কারণ দর্শানোর যে নোটিশ প্রদান করা হয় সে বিষয়ে তিনি বলেন যে,"গত ১৫/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ আমাকে যে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয় আমি তা পাইনি এবং ১৬ দিনের কোন নির্ধারিত তারিখ উল্লেখ না থাকায় জবাব প্রদান করতে পারি নাই।"

যেহেতু ৩০/০৩/২০১৭ তারিখে মহাপরিদর্শকের দপ্তরে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। অভিযুক্ত কর্মচারীর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানি সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২)(সি) বিধি মোতাবেক জনাব মোঃ আনোয়ার উল্লাহ , অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক-কে বিভাগীয় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

আলোচ্য বিভাগীয় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক ১৩/০৯/২০১৭ তারিখে লিখিত প্রতিবেদন দাখিল তদন্তে অভিযুক্ত কর্মচারী জনাব মো. ইউনুছ ব্যাপারী এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির বিষয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা উল্লেখ করেন যে, "তিনি(অভিযুক্ত কর্মচারী) আরো জানান যে তাঁর বাড়ি চাঁদপুর জেলায় এবং কর্মস্থল বরিশাল হওয়ায় মায়ের অসুস্থতা ও স্ত্রীর অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় একাধারে ১৬ দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তিনি বিভিন্ন সময়ে তাঁর মা ও স্ত্রী-কে ডাক্তার দেখানোর জন্য সঙ্গে থাকার স্বপক্ষে ডাক্তারী ব্যবস্থাপত্র ও সনদ পেশ করেন।" তদন্তকারী কর্মকর্তা তাঁর মতামতে উল্লেখ করেন যে, "জনাব ইউনুছ ব্যাপারী কিছুটা বাধ্য হয়ে এবং কিছুটা দায়িত্ব অবহেলাজণিত কারণে অননুমোদিত অনুপস্থিতির দায়ে আংশিক দায়ী। একটানা ১৬ (ষোল) কর্মদিবস কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে তিনি স্বীয় দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছেন মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।" অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে বলে তদন্তকারী কর্মকর্তা মতামত প্রদান করেন। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত ফাইলের নোটসিটের কোন অংশ পরিবর্তন ও ছুটির দরখাস্ত গায়েব করার বিষয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট তিনি উল্লেখ করেন যে, তাঁর ব্যক্তিগত ফাইলের নোটসিটের কোন অংশ পরিবর্তন ও ছুটির দরখাস্ত তিনি গায়েব করেননি। ভুলবশত অন্য কোনভাবে হারিয়ে যেতে পারে। তিনি তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট উল্লেখ করেন যে তিনি একটানা ১৬ কর্ম দিবসের বেশি কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন না। অফিসে সহকর্মীদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ সম্পর্কে জনাব ইউনুছ ব্যাপারী অস্বীকার করেছেন। তবে, অনুমতিবিহীন অনুপস্থিতির জন্য তিনি অনুতপ্ত এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের ভুল করবেন না বলে তিনি জানান। তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর অভিযুক্ত কর্মচারীকে ২৭/০৯/২০১৭ তারিখে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অভিযুক্ত কর্মচারী উক্ত নোটিশের কোন জবাব প্রদান করেননি।

যেহেতু সাক্ষ্য-প্রমাণ, নথিপত্র পর্যালোচনা, ব্যক্তিগত শুনানি ও বিভাগীয় মামলার তদন্তে অভিযুক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি)- এ বর্ণিত অসদাচরণ-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে ; কিন্তু অনুপস্থিতির সময় ১৬(ষোল) দিন হওয়ায় গুরুদন্ডের পরিবর্তে লঘুদন্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

সেহেতু জনাব মো. ইউনুছ ব্যাপারী, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, কুমিল্লা এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর বিধি ৩ (বি)-এ বর্ণিত অসদাচরণ-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে একই বিধিমালার ৪(৩)(এ) বিধি মোতাবেক লঘুদন্ড হিসেবে তার বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ১(এক) বছরের জন্য স্থগিত করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে ।

৪/৩/১৮

মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিদর্শক
ফোনঃ৫৫০১৩৬২৬
e-mail:chiefdife@gmail.com

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে /কার্যার্থেঃ

১। ভারপ্রাপ্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ,বাংলাদেশ সচিবালয় ,ঢাকা।

২। অতিঃ মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ,প্রধান কার্যালয় ,ঢাকা ।

৩। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ,শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণলয় ,ঢাকা ।

৪। যুগ্ম মহাপরিদর্শক (সকল), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ,প্রধান কার্যালয় ,ঢাকা ।

৫। উপমহাপরিদর্শক ,উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় ,কুমিল্লা।

৬। জনাব মো. ইউনুছ ব্যাপারী, অফিস সহায়ক, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, কুমিল্লা।

৭। হিসাব উপশাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ,প্রধান কার্যালয় ,ঢাকা ।

৮। তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা /আইটি সেল (আদেশটি অয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো) ।

৯। অফিস কপি